14

ভোরের কাগজ

তারিখ 19 JUN 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

সমস্যার আবর্তে বিএম কলেজ

দেশের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম বরিশালের বিএম কলেজ। ১০৯ বছরের পুরোনো এই শিক্ষালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার। খুবই দুঃখজনক যে, দক্ষিণাঞ্চলের সর্ববৃহৎ এই শিক্ষাকেন্দ্রটি শত ঐতিহ্যের ধারক হলেও আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। ভোরের কাগজে সম্প্রতি ছাপা হয়েছে এই সমস্যার বিবরণ।

১৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য শিক্ষকের পদ মাত্র ১৬২টি। তার মধ্যে ২৫টি পদ আবার শূন্য। কর্মচারীর সংখ্যা মাত্র ৫০। অথচ এখানে ১৭টি বিষয়ে অনার্স ও ১৯টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু আছে। ৬টি ছোট-বড়ো আবাসিক হোস্টেলে বসবাসের ব্যবস্থা আছে ৭০৬ জনের। একেবারেই অপ্রতুল এই আসন সংখ্যা। ফলে আসন সংখ্যার চেয়ে দ্বিগুণ/তিনগুণের মতো ছাত্রছাত্রী বসবাস করছে এসব হোস্টেলে। স্বাভাবিকভাবে এতে লেখাপড়ার পরিবেশ আর থাকছে না। অন্যান্য অসুবিধা তো আছেই। নতুন দুটি হোস্টেল নির্মাণের আশ্বাস এখনো প্রতিশ্রুতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। ৫০ হাজার বইসমৃদ্ধ একটি পুরোনো লাইব্রেরি আছে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত সেবা দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত কর্মচারী তাতে নেই। স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিও ডাক্তার ও ওষুধের অভাবে ছাত্রছাত্রীদের সেবা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। একটি বড়ো ক্যান্টিন আছে কিন্তু তার সেবার মান অতি নিম্ন। পরিবহন সমস্যাও প্রকট। তিনটি রুটে তিনটি বাস চললেও তা অপর্যাপ্ত। উপরন্তু প্রায়শ তা বিকল থাকে। গত ৩ বছর যাবৎ ছাত্র সংসদ অনুপস্থিত। ফলে ছাত্রছাত্রীদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া তুলে ধরা যেমন সম্ভব হচ্ছে না তেমনি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও একটা ঝিমিয়ে পড়া ভাব বিরাজ করছে।

সমস্যার এসব বিবরণের দিকে তাকালে শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের দৈন্যদশাই স্পষ্ট হয় না। আমাদের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংকটটিও এর মধ্য দিয়ে অনুমান করা যায়। দেশের একটি বৃহৎ অঞ্চলের প্রধানতম ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটিই যখন শিক্ষা বিভাগের নানামুখী অবহেলার শিকার হয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে না, তখন ছোটখাটো এবং আরো মফস্বলের কলেজগুলোর অবস্থা কী রকম তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

ভোরের কাগজ-এর প্রতিবেদনগুলোতে সমস্যার যেসব দিক প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো দূর করা বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যেও যে কঠিন তা নয়। প্রয়োজন আন্তরিকতার এবং শিক্ষা বিভাগের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দূরদর্শী আচরণের। সরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়ায় কলেজটিকে নির্ভর করতে হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বিভাগের ওপর। এসব দপ্তরের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যদি এই কলেজের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাদের সমস্যা মেটাতে যথাযথভাবে তৎপর না হন তাহলে কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষে অনেক সমস্যাই দূর করা সম্ভব নয়।

সরকারের উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিবর্গও দেশের এ ধরনের বড়ো প্রতিষ্ঠানের প্রতি স্বতন্ত্র গুরুত্ব আরোপ করে এর সমস্যা মেটাতে বিশেষভাবে আগ্রহী হতে পারেন। তাতে শুধু ঐ প্রতিষ্ঠানই উপকৃত হবে না, একটি বৃহৎ অঞ্চলের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণও সরকারের দূরদর্শিতায় কৃতার্থ হবেন।

দক্ষিণাঞ্চলের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি দীর্ঘদিনের। বরিশাল বিভাগ হওয়ার পর এই দাবি আরো যৌক্তিক হয়ে উঠেছে। কেননা এই বিভাগে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই। বিএম কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করে এর সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিলে তাতে কেবল এই প্রতিষ্ঠানের সমস্যাই দূর হবে না তা সরকার ও ঐ অঞ্চলের জনগণ উভয়ের জন্যই কল্যাণকর হবে।